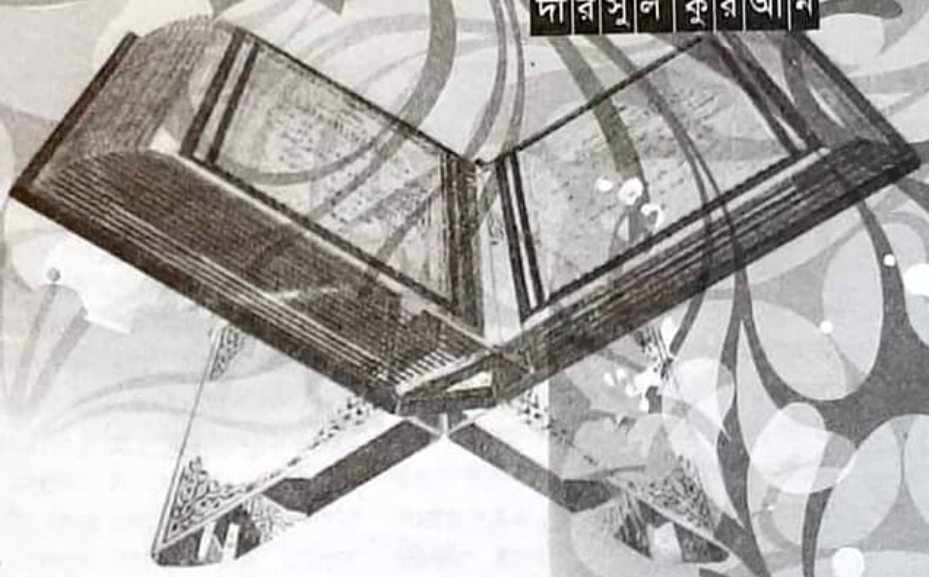

আদর্শ দা'য়ীর বৈশিষ্ট্য

মোঃ মাসুম বিল্লাহ আযহারী

يٰٓاَيُّهَا الْمُزَّمِّلُ ۙ(١) قُمِ الَّيْلَ اِلَّا قَلِيْلًا ۙ(٢) نِّصْفَهٗٓ اَوِ انْقُصْ مِنْهُ قَلِيْلًا ۙ(٣) اَوْ زِدْ عَلَيْهِ وَرَتِّلِ الْقُرْاٰنَ تَرْتِيْلًا ۗ(٤) اِنَّا سَنُلْقِيْ عَلَيْكَ قَوْلًا ثَقِيْلًا (٥) اِنَّ نَاشِئَةَ الَّيْلِ هِيَ اَشَدُّ وَطْاً وَّ اَقْوَمُ قِيْلًا ۗ(٦) اِنَّ لَكَ فِى النَّهَارِ سَبْحًا طَوِيْلًا ۗ(٧) وَ اذْكُرِ اسْمَ رَبِّكَ وَ تَبَتَّلْ اِلَيْهِ تَبْتِيْلًا ۗ(٨) رَبُّ الْمَشْرِقِ وَ الْمَغْرِبِ لَا اِلٰهَ اِلَّا هُوَ فَاتَّخِذْهُ وَكِيْلًا (٩) وَ اصْبِرْ عَلٰى مَا يَقُوْلُوْنَ وَ اهْجُرْهُمْ هَجْرًا جَمِيْلًا (١٠) وَ ذَرْنِيْ وَ الْمُكَذِّبِيْنَ اُولِى النَّعْمَةِ وَ مَهِّلْهُمْ قَلِيْلًا (١١) اِنَّ لَدَيْنَآ اَنْكَالًا وَّ جَحِيْمًا (١٢) وَّ طَعَامًا ذَا غُصَّةٍ وَّ عَذَابًا اَلِيْمًا (١٣)

সরল অনুবাদ ঃ

হে বস্ত্র আচ্ছাদনকারী (মুহাম্মদ (সা))। রাতে সালাতের জন্য উঠে দাঁড়াও, কিছু অংশ বাদ দিয়ে, তার অর্ধেক পরিমাণ অংশ সালাতের জন্যে দাঁড়াও, অথবা তার চাইতে আরো কিছু কম, কিংবা চাইলে তার উপর কিছু সময় তুমি বাড়িয়ে দিতে পারো, আর তুমি কুরআন তেলাওয়াত কর, তারতিলের সাথে, মনে রেখো, অচিরেই আমি তোমার উপর একটি ভারী দায়িত্ব অর্পণ করতে যাচ্ছি। অবশ্যই রাতে বিছানা ত্যাগ! তা আত্মসংযমের জন্যে কার্যকর পন্থা, তাছাড়া এ সময় কুরআন পাঠের যথার্থ সুবিধা থাকে বেশি। তুমি তোমার মালিকের নাম স্মরণ কর এবং একনিষ্ঠভাবে তাঁর দিকেই মনোনিবেশ কর। আল্লাহ তাআলা পূর্ব পশ্চিমের একক মালিক, তিনি ছাড়া আর কোন মাবুদ নেই, অতএব তাকেই তুমি অভিভাবক হিসেবে গ্রহণ কর। এ নির্বোধ লোকেরা তোমার সম্পর্কে যে সব কথাবার্তা বলে তাতে কান না দিয়ে বরং তুমি ধৈর্য ধারণ কর। এবং সৌজন্য সহকারে তাদের পরিহার কর। এবং সহায় সম্পদের অধিকারী এ মিথ্যা সাব্যস্তকারীদের সাথে ফয়সালার ব্যাপারটা তুমি আমার ওপর ছেড়ে দাও এবং কিছু দিনের জন্যে তাদেরকে অবকাশ দিয়ে রাখো। অবশ্যই আমার কাছে এ পাপীদের পাকড়াও করার জন্যে শেকল আছে। আছে শাস্তি দেয়ার জন্যে জাহান্নাম। তাদের জন্যে আরো রয়েছে গলায় আটকে যাবে এমন ধরনের খাবার এবং যন্ত্রণা দেবে এমন ধরনের আজাব। (সূরা মুযযাম্মিল ঃ ১-১৩)

সূরা পরিচিতি

সূরা মুযযাম্মিল পবিত্র কুরআন কারীমের ৭৩তম সূরা। রাসূলুল্লাহ (সা) এর উপর অবতীর্ণ হওয়ার ধারাবাহিকতায় ৩য় অথবা ৪র্থ সূরা। এ সূরা অবতীর্ণ হওয়ার পূর্বে সূরা আলাক এবং সূরা নুন অবতীর্ণ হয়েছে। ২০টি আয়াতের সমন্বয়ে সূরাটি গঠিত।

অধিকাংশ মুফাসসিরগণের মতে, সূরা মুযযাম্মিল মক্কায় অবতীর্ণ হয়েছে। তবে কতিপয় মুফাসসির বলেন- ১০ ও ১১৩তম আয়াত মদীনায় অবতীর্ণ হয়েছে এবং ইমাম সালাবী বলেন-শুধু শেষের আয়াতটি মদীনাতে অবতীর্ণ হয়েছে। (আত তাফসীর আল ওয়াসিত, তানতাওয়ী, ১৫/১৪৯)

অবতীর্ণের প্রেক্ষাপট

হযরত জাবির (রা) বলেন, কুরাইশরা রাসূল (সা) এর দাওয়াতে বিরক্ত হয়ে দারুন নদওয়াতে পরামর্শে বসল। তাদের কেহ বলেন- মোহাম্মদকে এমন নিম্নমানের নাম দেয়া যাক যার প্রভাবে মানুষ তার থেকে বিরত থাকবে। তাকে জ্যোতিষ, পাগল জাদুকর নামে ভূষিত করা হোক বলে একদল মত পোষণ করল। অপর দল বলল- মুহাম্মদ তো এ তিনটার কোনটাই না। এ বৈঠকের সংবাদ রাসূল (সা) এর কাছে পৌঁছলে তিনি লজ্জায় নিজেকে কম্বল দিয়ে আচ্ছাদন করে ফেললেন। এ অবস্থায় জিবরিল (আ) সূরা মুযযাম্মিল নিয়ে হাজির হলেন-

يٰٓاَيُّهَا الْمُزَّمِّلُ ۙ(١) قُمِ الَّيْلَ اِلَّا قَلِيْلًا ۙ(٢)

রাসূল (সা) এর উপরে অত্র আয়াতটি অবতীর্ণ হলে, তিনি কিয়ামুল লাইলে এমন লম্বা সূরা তিলাওয়াত করতেন যে বেশিক্ষণ দাঁড়িয়ে থাকার কারণে পা ফেটে রক্ত বের হতে শুরু করল। তখন আল্লাহ তায়ালা فاقرءوا ما تيسر من القران অবতীর্ণ করলেন। (আসবাবুন নুযুল, ইমাম সুয়ুতী, পৃ. ৪৩৬)

সূরার আলোচ্য বিষয়

সূরা মুযযাম্মিলের প্রথম চার আয়াতের মাধ্যমে আল্লাহ তাআলা রাসূল (সা) এর উপর তাহাজ্জুদ বা কিয়ামুল লাইলকে ওয়াজিব করেছেন। পরবর্তী ৫, ৬ ও ৭ নং আয়াতে তাহাজ্জুদকে ওয়াজিব করার কারণ বর্ণনা করেছেন। এর পরে ৮ নং আয়াতে থেকে ১১ নং আয়াত পর্যন্ত দায়ী হিসেবে রাসূল (সা) এর কী কী করণীয় তা ঠিক করে দিয়েছেন। ১২ থেকে ১৯ নং আয়াতে আল্লাহ তাআলা যারা রাসূলুল্লাহ (সা) এর দাওয়াতে অস্বীকার করবে তাদের ভয়াবহ পরিণতি বর্ণনা করেছেন। সর্বশেষে আয়াত আল্লাহ তায়ালা তার রাসূলের (সা) উপর তাহাজ্জুদক শিথিল করেছেন।

আদর্শ দা'য়ীর বৈশিষ্ট্য

আল্লাহর সাথে সুদৃঢ় সম্পর্ক

প্রথম অহির পরে আল্লাহ তাআলা রাসূল (সা) এর প্রতি তিন বছর পর্যন্ত কোন ওহি অবতীর্ণ করেন নাই। তিন বছর পরে আল্লাহ তায়ালা রিসালাতের দায়িত্ব সম্বলিত অহি-

يا ايها المدثر - قم فانذر - وربك فكبر - وثيابك فطهر - والرجز فاهجر - (المدثر : 1-5)

হে কম্বল আবৃত (মুহাম্মদ) কম্বল ছেড়ে উঠো এবং মানুষদের পরকালের আজাব সম্পর্কে সাবধান করো। তোমার মালিকের শ্রেষ্ঠত্ব ঘোষণা করো। আর তোমার পোশাক আশাক পবিত্র করো এবং যাবতীয় মলিনতা এবং অপবিত্রতা পরিহার করো। (মুদ্দাসসির : ১-৫) এ সূরা অবতীর্ণ হওয়ার পরে রাসূল (সা) দাওয়াতি কার্যক্রম আরম্ভ করেছিলেন তবে দাওয়াতের পরিসর ছিল তার একান্ত ঘনিষ্ঠ লোকদের মাঝে এবং গোপনীয়তা রক্ষা করে। আবু বকর (রা), আলী (রা) ও খাদিজা (রা) সহ বেশ কিছু লোক তাঁর দাওয়াতে সাড়া দিয়ে মুসলিম হয়ে যান।

অতপর এক পর্যায়ে আল্লাহ তায়ালা তাঁর রাসূল (সা)কে নির্দেশ দিয়ে অবতীর্ণ করলেন- انذر عشيرتك الاقربين

এখন তুমি নিকটতম আত্মীয়-স্বজনদের মধ্যে দাওয়াতী কাজ শুরু করে দেন। (সূরা শুয়ারা : ২১৪)

এ নির্দেশ পেয়ে তিনি মক্কার নেতৃবৃন্দকে সাফা পাহাড়ের পাদদেশে জড়ো করে প্রকাশ্যে দাওয়াতি কাজ আরম্ভ করলেন। (খুতাবুর রাসূল, মুহাম্মদ খলিল আল খতিব: ৯)

এর পরের কোন এক সময়ের ঘটনা, মক্কার কাফির-মুশরিক রাসূলুল্লাহ (সা) এর দাওয়াতি কাজ বন্ধ করার পরিকল্পনা নিয়ে দারুন নাদওয়াতে বৈঠক বসে এবং তাকে জঘন্য উপাধিতে ভূষিত করার সিদ্ধান্ত নেয়। সংবাদ রাসূলুল্লাহ (সা) কাছে পৌঁছলে লজ্জায় মুখ ঢেকে ফেলেন। এ অবস্থায় আল্লাহ তায়ালা সূরা মুযযাম্মিলের প্রথম ৭টি আয়াত অবতীর্ণ করে জানিয়ে দিলেন। আপনি রাতের গভীরে তাহাজ্জুদের জন্য দাঁড়িয়ে যান। আপনার উপর তাহাজ্জুদ ফরজ করা হলো। আর অচিরেই আপনার উপর যুদ্ধ বিগ্রহ পরিচালনা ও ইসলামী রাষ্ট্র গঠনসহ আরো অনেক বড় দায়িত্ব আসবে। কাজেই আপনার সাথে পরামর্শের সময়তো গভীর রাতেই। যখন কর্মব্যাস্ততা থাকে না এবং বিরক্ত করার মত কেউ থাকে না। বরং সকলে ঘুমিয়ে থাকে। (তাফসীরে কাশশাফ- ৭/১৬৬)

উপরোল্লিখিত আলোচনা থেকে বুঝা যাচ্ছে একজন আদর্শ দায়ীর প্রথম বৈশিষ্ট্য হওয়া উচিত আল্লাহর সাথে সম্পর্ক তৈরি করা। অর্থাৎ শেষ রাত্রে আল্লাহর কাছে ধরনা ধরে আগামী দিনের পরিকল্পনা ও কর্মপদ্ধতি তাঁর কাছে পেশ করা এবং অতীত ভুল-ত্রুটির জন্য ক্ষমা প্রার্থনা করা। যেমনটা আমরা দেখতে পাই হযরত ইবরাহিম (আ) দাওয়াতি কার্যক্রমে যখন তাঁর সম্প্রদায় ও পিতা তাঁর সাথে তর্কে লিপ্ত হল, তখন তাঁর পিতা এক পর্যায়ে বললেন-

قال اراغب انت عن الهتى يا ابراهيم لئن لم تنته لارجمنكا واهجرنى مليا

সে বললো, হে ইবরাহিম! তুমি কি আসলেই আমার দেবদেবীগুলো থেকে বিমুখ হয়ে যাচ্ছো। তবে শোনো, এখানো যদি তুমি এসব কিছু থেকে ফিরে না এসো তাহলে অবশ্যই আমি তোমাকে পাথর মেরে হত্যা করবো। আর বেঁচে থাকলে চিরতরে আমার কাছ থেকে আলাদা হয়ে যাও। (সূরা মারয়াম : ৪৬)

ইবরাহিম (আ) তাঁর পিতার এমন কঠিন অবস্থানের ক্ষেত্রেও পিতার প্রতি বিরূপ মনোভাব দেখালেন না বরং শ্রদ্ধা প্রদর্শন পূর্বক দরদমাখা কণ্ঠে বললেন-

قال سلام عليك فاستغفر لك ربى

অর্থাৎ ইবরাহিম (আ) বললেন, তোমার প্রতি আমার সালাম, আমি তোমার কাছ থেকে আলাদা হয়ে যাচ্ছি। এ সত্ত্বেও আমি আমার মালিকের কাছ থেকে তোমার শেষ রাত্রে মাগফিরাত কামনা করব।

অত্র আয়াতে ইবরাহিম (আ) বললেন, আমি অচিরেই আপনার জন্য আল্লাহর কাছে ক্ষমা প্রার্থনা করব। তিনি ইচ্ছা করলে এ মুহূর্তে ক্ষমা প্রার্থনা করতে পারতেন, কিন্তু তিনি তা না করে বললেন, আমি ক্ষমা প্রার্থনা করব। অধিকাংশ মুফাসসির এর ব্যাখ্যা করেছেন-

আমি শেষ রাত্রে একান্তভাবে আমার রবের কাছে আপনার জন্য ক্ষমা প্রার্থনা করব।

অনুরূপভাবে হযরত ইয়াকুব (আ) যখন তাঁর কলিজার টুকরা ইউসুফ (আ) এর সাথে সাক্ষাৎ করেছিলেন, তখন ইউসুফের (আ) সৎ দশ ভাই তার কাছে দরখাস্ত পেশ করলেন তিনি যেন আল্লাহর কাছে তাদের জন্য ক্ষমা প্রার্থনা করেন। এর উত্তরে তিনি বললেন

سَوْفَ أَسْتَغْفِرُ لَكُمْ رَبِّيْ ۖ إِنَّهُ هُوَ الْغَفُوْرُ الرَّحِيْمُ

অচিরেই আমি আমার মালিকের কাছে তোমাদের জন্যে ক্ষমা প্রার্থনা করবো। অবশ্যই তিনি ক্ষমাশীল, পরম দয়ালু। (সূরা ইউসুফ : ৯৮)

আয়াতের অর্থ হলো: আমি শেষ রাত্রে আল্লাহর কাছে তোমাদের জন্যে ক্ষমা প্রার্থনা করবো।

প্রিয় পাঠক এখন আমাদের সমাজের দায়ীর দিকে তাকান, তাদের অবস্থা কী? আমি তাদের ত্রুটি তুলে ধরতে চাচ্ছি না বরং একটি কথা বলতে চাচ্ছি বর্তমান সমাজের দায়ীদেরকে অবশ্যই আল্লাহর সাথে সম্পর্ক বাড়াতে হবে। সম্পর্কের ঘাটতির জন্যেই আজ মুসলিম জাতির এ অবস্থা। আল্লাহ আমাদেরকে এ অবস্থা থেকে মুক্তি দেন।

২. আল্লাহর স্মরণ ও একান্তভাবে তারই দিকে মনোনিবেশ

আল্লাহ তায়ালা এ সূরায় একজন আদর্শ আহবায়কের প্রথম বৈশিষ্ট্য অর্থাৎ আল্লাহর সাথে দৃঢ় সম্পর্ক বর্ণনার পর ৮নং আয়াতে ২য় বৈশিষ্ট্য উল্লেখ করে বলেন-

وَ اذْكُرِ اسْمَ رَبِّكَ وَ تَبَتَّلْ اِلَيْهِ تَبْتِيْلًا ۚ (٨)

অর্থাৎ এবং আল্লাহকে স্মরণ কর ও তারই দিকে মনোনিবেশ কর। (সূরা আল মুযযাম্মিল : ৮) যিনি আল্লাহর পথের দায়ী হবেন তিনি শয়নে জাগরণে, ধ্যান মনে এবং চলনে বলনে সর্বাবস্থায় আল্লাহকে স্মরণ করবে এবং যে কোন মুহূর্তে দাওয়াতি কাজ প্রতিবন্ধকতার সম্মুখীন হলে তাৎক্ষণিক বিষয়টিকে আল্লাহর সমীপে পেশ করে সাহায্যের জন্য ধরনা দিবে। কারণ সে তো আল্লাহপ্রদত্ত ধর্মেরই আহবায়ক। আল্লাহর ইচ্ছার বাইরে কোন কিছু ঘটবে না। একথা বিশ্বাস করবে। এ অর্থেই আল্লাহ তায়ালা সূরা কাহাফের ২৩ ও ২৪ নং আয়াতে বলেছেন-

وَ لَا تَقُوْلَنَّ لِشَایْءٍ اِنِّیْ فَاعِلٌ ذٰلِکَ غَدًا اِلَّاۤ اَنْ یَّشَآءَ اللّٰهُ ۫ وَ اذْکُرْ رَّبَّکَ اِذَا نَسِیْتَ وَ قُلْ عَسٰۤی اَنْ یَّهْدِیَنِ رَبِّیْ لِاَقْرَبَ مِنْ هٰذَا رَشَدًا

অর্থাৎ হে আল্লাহর নবী ইনশাআল্লাহ বলা ছাড়া কোন কাজের ব্যাপারে একথা বলো না একাজ টি আগামীকাল করবো এবং তোমার রবকে স্মরণ কর যখনই তাঁর কথা ভুলে যাও। (সূরা আল কাহাফ : ২৩-২৪)

আল্লাহর স্মরণের উদাহরণ হলো- একটি কোম্পানির মতো যার এডভার্টাইজমেন্টের জন্যে মার্কেটিং অফিসার নিয়োজিত আছে। কোম্পানিকে সফল করার জন্য কোম্পানির যাবতীয় বিষয় মাথায় রেখে নিত্য নতুন আপডেট জেনে কাজ করলে দাওয়াত সকলের কাছে পৌঁছবে এবং সফল হবে। অন্যদিকে কোম্পানির কথা ভুলে গিয়ে আপডেটের খবর না নিয়ে কাজ করলে কোম্পানি ব্যর্থতায় পর্যবেশিত হবে। সাথে সাথে মার্কেটিং অফিসার তার চাকরিও হারাবে।

দুঃখের বিষয় হলেও সত্য যে, বর্তমান সমাজে আল্লাহর পথের নামধারী আহ্বায়ক আল্লাহর পরিবর্তে অর্থকে স্মরণ করছে। আল্লাহর পথের দাওয়াতকে অর্থোপোর্জনের মাধ্যম বানিয়েছে। অর্থাৎ সকল নবী রাসূল যারা আল্লাহর পথের আহবায়ক ছিলেন তাদের সকলের স্লোগান ছিল একটি-

وَ مَاۤ اَسْـَٔلُکُمْ عَلَیْهِ مِنْ اَجْرٍ ۚ اِنْ اَجْرِیَ اِلَّا عَلٰی رَبِّ الْعٰلَمِیْنَ

অর্থাৎ আমি তোমাদের কাছে কোন প্রতিদান চাই না, প্রতিদান দিবেন আল্লাহ। (সূরা শুয়ারা : ১০৯)

কাজেই আমাদেরকে কুরআন সুন্নাহের দিকে ফিরে আসতে হবে এবং এর চেতনায় আমাদেরকে উজ্জীবিত হতে হবে। সেদিন বেশি দূরে নয়, যেদিন ইসলামের ছায়ায় সবাই স্বস্তির নিঃশ্বাস ছাড়বে।

আল্লাহকেই একমাত্র অভিভাবক বা সাহায্যকারী হিসেবে গ্রহণ করা।

অত্র সূরার ৯ম আয়াতে আল্লাহ তায়ালা একজন আদর্শ দায়ীর তৃতীয় বৈশিষ্ট্য বর্ণনাপূর্বক বলেন-

رَبُّ الْمَشْرِقِ وَ الْمَغْرِبِ لَاۤ اِلٰهَ اِلَّا هُوَ فَاتَّخِذْهُ وَکِیْلًا

আল্লাহ তায়ালা পূব-পশ্চিমের একক মালিক তিনি ছাড়া আর কোন মাবুদ নেই। অতএব তাকেই তুমি অভিভাবক বা সাহায্যকারী হিসেবে গ্রহণ কর। (সূরা মুযযাম্মিল : ৯) একজন আল্লাহর পথের আহবায়ককে সর্বদা মনে রাখতে হবে যে, সে তার কাজে সর্বেসর্বা নয়, বরং সে আল্লাহর প্রতিনিধি এবং আল্লাহ তার অভিভাবক। আর প্রতিনিধি ও অভিভাবকের সম্পর্ক হবে- তাওয়াক্কুল অর্থাৎ প্রতিনিধি অভিভাবকের উপর ভরসা করবে। এই জন্যেই আল্লাহ তাআলা তার হাবিবকে শিক্ষা দিচ্ছেন-

فَاِذَا عَزَمْتَ فَتَوَکَّلْ عَلَی اللّٰهِ ؕ اِنَّ اللّٰهَ یُحِبُّ الْمُتَوَکِّلِیْنَ

অতঃপর পরামর্শের ভিত্তিতে যখন তুমি একবার সংকল্প করে নেবে, তখন সফলতার জন্য আল্লাহর ওপর ভরসা কর। নিশ্চয়ই আল্লাহ তায়ালা নির্ভরশীল মানুষদের ভালোবাসেন। (সূরা আলে ইমরান- ১৫৯) পূর্ববর্তী সকল নবী রাসূলদের একটিই স্লোগান ছিল

وَ مَا لَنَاۤ اَلَّا نَتَوَکَّلَ عَلَی اللّٰهِ وَ قَدْ هَدٰىنَا سُبُلَنَا ؕ وَ لَنَصْبِرَنَّ عَلٰی مَاۤ اٰذَیْتُمُوْنَا ؕ وَ عَلَی اللّٰهِ فَلْیَتَوَکَّلِ الْمُتَوَکِّلُوْنَ

আমরা আল্লাহ তায়ালার উপরে নির্ভর করবোই না কেন? তিনিই আমাদের আলোর পথ দেখিয়ে দিয়েছেন। তোমরা আমাদের যে কষ্ট দিচ্ছো তাতে অবশ্যই আমরা ধৈর্য ধারণ করব। আর কারো উপর নির্ভর করতে হলে সবার আল্লাহর উপরই নির্ভর করা উচিত। (সূরা ইবরাহিম : ১২) আল্লাহর উপর তাওয়াক্কুলের গুরুত্ব অপরিসীম বলেই কোরআনুল কারীমে ৮ বার وَ عَلَی اللّٰهِ فَلْیَتَوَکَّلِ الْمُتَوَکِّلُوْنَ (আর ঈমানদারদেরতো আল্লাহর ফায়সালার উপর নির্ভর করা উচিত) এসেছে। সুতরাং একজন আদর্শ দায়ী হলেন তিনি যিনি ডানে বামে না ঝুঁকে একমাত্র আল্লাহর উপর নির্ভর করে। আল্লাহর উপর নির্ভরশীল দায়ী বাম-রামের স্রোতে ভেসে যেতে পারে না বরং সে বামের স্রোতকে উল্টো দিকে ঘুরিয়ে দিতে পারে।

৪. বিরোধী শক্তির অত্যাচারে ধৈর্য ধরে তাদেরকে সৌজন্য সহকারে পরিহার করা

আল্লাহর পথের সর্বশ্রেষ্ঠ দায়ী। মানবতার মুক্তির দিশারি এবং মানব সভ্যতার রূপকার মুহাম্মাদুর রাসূলুল্লাহ (সা)কে সূরা মুযযাম্মিলের ১০ম আয়াতে আরেকটি বৈশিষ্ট্য শিক্ষা দিয়েছেন। তা হলো-

নির্বোধ লোকেরা তোমার সম্পর্কে যে সব কথাবার্তা বলে তাতে কান না দিয়ে বরং তুমি ধৈর্য ধারণ কর এবং সৌজন্য সহকারে তাদের পরিহার করো। (সূরা আল মুযযাম্মিল : ১০)

আল্লাহ তাআলা তার হাবিবকে নির্দেশ দিচ্ছেন

وَ اصْبِرْ عَلٰی مَا یَقُوْلُوْنَ وَ اهْجُرْهُمْ هَجْرًا جَمِیْلًا

হে নবী তুমি ধৈর্য ধারণ কর ঠিক যেমন ধৈর্য ধারণ করেছিল আমার সাহসি নবীরা। এ নির্বোধ ব্যক্তিদের ব্যাপারে তুমি কখনো তাড়াহুড়া কর না। (সূরা আল আহকাফ ৩৫)

বিরোধী শক্তির অত্যাচারে ধৈর্য ধারণ করার পরও যদি তারা না বুঝে বরং ধৃষ্টতা প্রদর্শন করে তবে তাদের সাথে অশালীন আচরণ করা যাবে না। বরং তাদেরকে সৌজন্য সহকারে পরিহার করতে হবে।

وَ جَادِلْهُمْ بِالَّتِیْ هِیَ اَحْسَنُ

এবং তাদের সাথে তর্ক করো শালীন ভাষায়। (সূরা নাহল : ১২৫)

বর্তমান সমাজে বিরাজমান দায়ীরা বিরোধী শক্তি বা যারা দাওয়াতে সাড়া দেয়নি তাদের সৌজন্য সহকারে পরিহার করতে পারে না। বরং অনেক ক্ষেত্রে বল প্রয়োগ করে অথবা অশ্লীল ভাষার আশ্রয় নেয় যা দাওয়াতি মানহাজের সম্পূর্ণ বিপরীত। অথচ সকল নবীদের স্লোগান ছিল-

আমাদের দায়িত্ব হলো স্পষ্টভাবে পৌঁছানো (সূরা ইয়াসিন : ১৭)।

এবং আল্লাহ তায়ালা তার হাবিবকে বলেছেন-

আমি আপনাকে প্রেরণ করেছি কেবল সুসংবাদদানকারী ও ভীতিপ্রদর্শনকারী হিসেবে। কারা জাহান্নামে গেল, কেন গেল, সে ব্যাপারে আপনাকে জিজ্ঞাসা করা হবে না। (সূরা বাকারা ১১৯)

CamScanner

৫. বিরোধী শক্তির সাথে শত্রুতা না বাড়িয়ে তাদেরকে আল্লাহর কাছে সোপর্দ করা

একজন আহবায়কের কাজ হলো- আল্লাহ তায়ালার একত্ববাদের দাওয়াত মানুষের কাছে পৌছানো। দাওয়াত পৌছানো পর্যন্ত তার দায়িত্ব ছিল দাওয়াত ডেলিভারি হওয়া মাত্র দায়িত্ব স্থানান্তরিত হয়ে যিনি শুনেছেন তার দিকে চলে গেছে। এখন গ্রহণ করা বা না করা তার দায়িত্ব। সে দাওয়াত গ্রহণ না করলেও আহবায়ক দাওয়াত পৌছানোর সওয়াব পাবেন وما علينا الا البلاغ এর ভিত্তিতে। আর গ্রহণ করলে আহবায়ক দুই দিকের সওয়াব পাবেন।

এক : দাওয়াত পৌছানোর সওয়াব

দুই : দাওয়াতে সাড়াদানকারী ব্যক্তি

যত আমল করবে তার একটি অংশ আহবায়ক পাবেন। যেমন : রাসূলুল্লাহ (সা) এর ভাষ্য-

من دعا الى هدى فان له الا الأخر مثل أجور من تبعه لا ينقص ذلك من أجورهم شيئا (مسلم)

অর্থাৎ যে ব্যক্তি ভালো কাজের দিকে ডাকবে, তার ডাকে যারা সাড়া দিয়ে আমল করবে আল্লাহ তার ডাকে যারা সাড়া দিয়ে আমল করবে আল্লাহ তার আমলনামায় তাদের সমপরিমাণ সওয়াব লিখবেন। তাদের সওয়াব থেকে কোন কমতি হবে না। (সহীহ মুসলিম)

কাজেই আল্লাহর পথের আহবায়কের কোন লোকসান নেই দাওয়াত দিলেই সওয়াব পাবে শ্রোতা গ্রহণ করুক বা নাই করুক। কেহ আহবায়কের সাথে সীমালঙ্ঘন করলে তাকে তার অভিভাবক আল্লাহর কাছে ছেড়ে দিবেন।

وَ ذَرْنِىْ وَ الْمُكَذِّبِيْنَ أُولِى النَّعْمَةِ وَ مَهِّلْهُمْ قَلِيْلًا (١١) اِنَّ لَدَيْنَا اَنْكَالًا وَّ جَحِيْمًا (١٢) وَّ طَعَامًا ذَا غُصَّةٍ وَّ عَذَابًا اَلِيْمًا (١٣)

আর সহায় সম্পদের অধিকারী এ মিথ্যা সাব্যস্তকারীদের সাথে ফয়সালার ব্যাপারটা তুমি ছেড়ে দাও এবং কিছু দিনের জন্যে তুমি তাদের অবকাশ দিয়ে রাখ। অবশ্যই আমার কাছে শেকল আছে, আছে জাহান্নাম। আরো রয়েছে গলায় আটকে যাবে এমন খাবার এবং যন্ত্রণা দিবে এমন ধরনের জাহান্নাম। (সূরা মুযযাম্মিল : ১১-১৩)

আরো কিছু বৈশিষ্ট্য

১. দলিলের ভিত্তিতে দাওয়াত দেওয়া

ইসলাম কোন পৈতৃক ধর্মের নাম নয় বরং ان الدين عند الله الإسلام

আল্লাহ কর্তৃক নির্বাচিত ধর্মের নাম ইসলাম (সূরা আলে ইমরান-১৯) আল্লাহ প্রদত্ত এ দ্বীনকে রাসূল (সা) এর মাধ্যমে পেয়েছি। সুতরাং আল্লাহ ও তার রাসূল (সা) এর কথাই ধর্ম এবং তারই অনুসরণ করা যাবে। অন্য কারো কথা অনুসরণ করার নাম ধর্ম নয় বরং শয়তানি। আল্লাহ তায়ালার ঘোষণা

اِتَّبِعُوْا مَا اُنْزِلَ اِلَيْكُمْ مِّنْ رَّبِّكُمْ وَ لَا تَتَّبِعُوْا مِنْ دُوْنِهٖۤ اَوْلِيَآءَ ؕ قَلِيْلًا مَّا تَذَكَّرُوْنَ

তোমাদের মালিকের কাছ থেকে তোমাদের কাছে যা কিছু পাঠানো হয়েছে তোমরা তার যথাযথ অনুসরণ করো এবং তা বাদ দিয়ে অন্য কোন অভিভাবকের অনুসরণ করো না। আসলে তোমরা খুব কমই উপদেশ মেনে চলো। (সূরা আরাফ : ৩)

সুতরাং একজন আহবায়কের অন্যতম বৈশিষ্ট্য হবে সে মনগড়া কোন কথা বলবে না বরং ধর্মীয় কথা বলতে হলে আল্লাহ ও তার রাসূলের কথাই দলিল হিসেবে পেশ করবে। আল্লাহ তায়ালাই তাঁর হাবিবকে শিক্ষা দিচ্ছেন-

قُلْ هٰذِهٖ سَبِيْلِىْۤ اَدْعُوْۤا اِلَى اللّٰهِ ؔ عَلٰى بَصِيْرَةٍ اَنَا وَ مَنِ اتَّبَعَنِىْ ؕ وَ سُبْحٰنَ اللّٰهِ وَ مَاۤ اَنَا مِنَ الْمُشْرِكِيْنَ

হে নবী তুমি বলে দাও এ হচ্ছে আমার পথ। আমি মানুষদের আল্লাহর দিকে আহবান করি দলিলের ভিত্তিতে। আল্লাহ তায়ালা মহান পবিত্র এবং আমি কখনও মুশরিকদের অন্তর্ভুক্ত নই। (সূরা ইউসুফ : ১০৮)

আল্লাহ তায়ালা সূরা নাহলে বলেছেন-

অর্থাৎ হে নবী তুমি তোমার মালিকের পথে মানুষকে দলিল এবং কুরআনে বর্ণিত কাহিনী দিয়ে আহবান কর। (সূরা আন নাহল: ১২৫)

২. আল্লাহর পথের আহবায়কের হৃদয় হবে বিনয়ী এবং ভাষা হবে নম্র

আল্লাহ বলেছেন :

অর্থাৎ এটা আল্লাহর এক বিশেষ দয়া যে তুমি এদের জন্যে ছিলে কোমল প্রকৃতির মানুষ। এর বিপরীতে যদি তুমি নিষ্ঠুর ও পাষাণ হৃদয়ের মানুষ হতে তাহলে এসব লোক তোমার আশপাশ থেকে সরে যেত। (সূরা আলে ইমরান-১৫৯)

অত্র আয়াতে আল্লাহ তায়ালা মানবতার মহান দায়ী মুহাম্মাদুর রাসূলুল্লাহ (সা)-এর বিশেষ গুণ কোমল হৃদয়ের অধিকারী এর গুরুত্ব বর্ণনা করেছেন।

ফেরাউন যার নাম শুনলে বা পড়লে স্মৃতিপটে ভেসে ওঠে তার অত্যাচারের চিত্র। যিনি বিশ্বের ইতিহাসে সর্বনিকৃষ্ট অত্যাচারী শাসক হিসেবে পরিচিত। খোদায়ী দাবিদার, এমন এক দুশমনের কাছে আল্লাহ তাআলা ইসলামের দাওয়াত নিয়ে হযরত মুসা ও হারুন (আ) কে পাঠালেন। আর তাদেরকে শিক্ষা দিলেন- ফেরাউনের কাছে গিয়ে নম্র ভাষায় কথা বল। হতে পারে সে হেদায়াত প্রাপ্ত হবে। (সূরা তোহা : ৪৩-৪৪)

দাওয়াতের ময়দানে নম্রতা ও কোমলতার দৃষ্টান্ত স্থাপন করলে মুসলিম জাতির পিতা হযরত ইবরাহিম (আ)। তার পিতার পরামর্শে তাকে আগুনে ফেলা হয়েছিল এবং নমরুদের সম্প্রদায়ের কাছে তাকে লাঞ্ছিত ও হেয় করেছিল বারবার। এমন পিতাকে দাওয়াতে ভাষায় ছিল-

يٰۤاَبَتِ لِمَ تَعْبُدُ مَا لَا يَسْمَعُ وَ لَا يُبْصِرُ وَ لَا يُغْنِىْ عَنْكَ شَيْـًٔا (٤٢)

يٰۤاَبَتِ اِنِّىْ قَدْ جَآءَنِىْ مِنَ الْعِلْمِ مَا لَمْ يَاْتِكَ فَاتَّبِعْنِىْۤ اَهْدِكَ صِرَاطًا سَوِيًّا (٤٣)

يٰۤاَبَتِ لَا تَعْبُدِ الشَّيْطٰنَ ؕ اِنَّ الشَّيْطٰنَ كَانَ لِلرَّحْمٰنِ عَصِيًّا (٤٤)

يٰۤاَبَتِ اِنِّىْۤ اَخَافُ اَنْ يَّمَسَّكَ عَذَابٌ مِّنَ الرَّحْمٰنِ فَتَكُوْنَ لِلشَّيْطٰنِ وَلِيًّا (٤٥)

قَالَ اَرَاغِبٌ اَنْتَ عَنْ اٰلِهَتِىْ يٰۤاِبْرٰهِيْمُ ۚ لَئِنْ لَّمْ تَنْتَهِ لَاَرْجُمَنَّكَ وَ اهْجُرْنِىْ مَلِيًّا (٤٦)

قَالَ سَلٰمٌ عَلَيْكَ ۚ سَاَسْتَغْفِرُ لَكَ رَبِّىْ ؕ اِنَّهٗ كَانَ بِىْ حَفِيًّا (٤٧)

হে আমার শ্রদ্ধেয় পিতা আপনি কেন এমন জিনিসের পূজা করেন যা দেখতে পায় না। শুনতে পায় না এবং আপনার কোন কাজেও আসে না। হে শ্রদ্ধেয় পিতা আমার কাছে যে জ্ঞান এসেছে তা আপনার কাছে আসেনি। অতএব আপনি আমার কথা শোনেন আমি আপনাকে সঠিক পথ দেখাবো। হে শ্রদ্ধেয় পিতা! আপনি শয়তানের দাসত্ব করবেন না। কেননা শয়তান আল্লাহর নাফরমান। হে শ্রদ্ধেয় পিতা! আমার ভয় হচ্ছে রহমানের

কোনো আজাব আপনাকে স্পর্শ করবে। আর আপনি শয়তানের সাথী হয়ে যাবেন। সে বলল, হে ইবরাহীম তুমি কি আমার দেবদেবীগুলো থেকে বিমুখ হয়ে যাচ্ছ? তুমি যদি এসব কিছু থেকে ফিরে না আসো তাহলে অবশ্যই আমি তোমাকে পাথর মেরে হত্যা করব। তুমি চিরতরে আমার কাছ থেকে দূরে সরে যাও। ইবরাহিম (আ) বললেন- আপনার প্রতি আমার সালাম। আমি আমার মালিকের কাছে আপনার জন্যে মাগফিরাত কামনা করতে থাকবো। অবশ্যই তিনি আমার প্রতি অতিশয় মেহেরবান। (সূরা মারয়াম : ৪২-৪৭)

৩. যুগোপযোগী টেকনোলজির ব্যবহার

একজন আদর্শ আহবায়ককে অবশ্যই যুগোপযোগী সামগ্রী দাওয়াতি কাজে ব্যবহার করার যোগ্যতা অর্জন করতে হবে। অন্যথায় কাজে সফলতা আসা কঠিন হয়ে যাবে। আল্লাহ তায়ালা নবী-রাসূল পাঠানোর সাথে প্রত্যেককেই সময়ের চাহিদা মোতাবেক সুবিধা প্রদান করেছেন। যেমন: হযরত দাউদ (আ) এর সময়ে অস্ত্রশস্ত্রের ব্যবহার বেশি ছিল। দাউদ (আ) কে মুজিযা দিলেন যে তিনি হাত দিয়ে লৌহ স্পর্শ করা মাত্র গলে যেত এবং ইচ্ছা মতো অস্ত্র বানাতে পারতেন।

وَ لَقَدْ اٰتَيْنَا دَاوٗدَ مِنَّا فَضْلًا ؕ يٰجِبَالُ اَوِّبِيْ مَعَهٗ وَ الطَّيْرَ ۚ وَ اَلَنَّا لَهُ الْحَدِيْدَ

আমি দাউদ (আ) কে অনেক অনুগ্রহ দান করেছিলাম। এমনকি পাহাড়কেও নির্দেশ দিয়েছিলাম যে, হে পর্বতমালা তোমরাও তার সাথে আমার তসবিহ পাঠ করো। পাখিকুলকে একই আদেশ দিয়েছিলাম এবং আমি তার জন্যে লোহাকে নরম করে দিয়েছিলাম। (সূরা সাবা : ১০)

হযরত ঈসা (আ) এর চিকিৎসাবিদ্যার প্রভাব বেশি থাকার কারণে তাকে চিকিৎসা সম্পর্কিত মুজিযা প্রদান করেছিলেন। সর্বশেষ ও সর্বশ্রেষ্ঠ নবী হযরত মুহাম্মদ (সা) এর সময় সাহিত্যের প্রভাব বেশি থাকার কারণে আল্লাহ তাকে এমন এক কুরআনকে মুজিযা হিসেবে প্রদান করলেন যা সকল সাহিত্যকে হার মানিয়ে দিল। অতএব বর্তমান সময় টেকনোলজির যুগ এ সময় একজন দায়ীকে সফল দায়ী হওয়ার জন্যে টেকনোলজির জ্ঞান আবশ্যক এবং সকল প্রচারমাধ্যমকে দাওয়াতি কাজে লাগাতে পারলে সফলতার দরজা খুলে যাবে ইনশাআল্লাহ।

৪. আমল দিয়ে দাওয়াত দেওয়া

মানবতার সূত্র হলো মানুষ করতে, বলবে না বলতে চাইলে এটাই বলবে যেটা সে করেছে। মিরাজের রজনীতে সফরকালে রাসূল (সা) দেখলেন এক ব্যক্তির জিহবা কাটা হচ্ছে। তাকে কেন এ শাস্তি দেয়া হচ্ছে? উত্তর দেয়া হলো- সে দুনিয়ার জীবনে বলতো কিন্তু করত না। আল্লাহ তাআলা বিষয়টিকে গুরুত্ব দিয়ে বলেছেন-

يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا لِمَ تَقُوْلُوْنَ مَا لَا تَفْعَلُوْنَ (٢) كَبُرَ مَقْتًا عِنْدَ اللّٰهِ اَنْ تَقُوْلُوْا مَا لَا تَفْعَلُوْنَ

অর্থাৎ হে ঈমানদারগণ! তোমরা যা কর না তা বল না। না করে বলা আল্লাহর কাছে ভয়ঙ্কর অপরাধ (সূরা সাফ : ২-৩)

একজন দায়ীর দাওয়াত দেয়ার প্রথম ও প্রধান পন্থা হলো নিজে করা। আমল দেখে অন্যে তার অনুসরণ করবে। যখন মানুষ দেখে আমল করবেন। তখন তাকে স্মরণ করিয়ে দেয়ার জন্যে ইসলাম বলার অধিকার দিয়েছেন- وَّ ذَكِّرْ فَاِنَّ الذِّكْرٰى تَنْفَعُ الْمُؤْمِنِيْنَ

স্মরণ করিয়ে দাও, এটা তাকে উপকার দিতে পারে। (সূরা যারিয়াত : ৫৫)

৫. ইখলাস

উপরে যতগুলো বৈশিষ্ট্য আলোচনা করা হলো- এগুলোর মূল্যায়ন হবে তখন, যখন দায়ীর মধ্যে ইখলাস নামক মহামূল্যবান জিনিসটি থাকবে। আর ইখলাস ছাড়া তার সারা জীবনের কাজের কোন মূল্য নেই আল্লাহর কাছে।

তাদেরকে একটি মাত্র আদেশ দেয়া হয়েছে যে, তারা সব কিছু আল্লাহর জন্যেই করবে। (আল বাইয়্যেনাহ : ৫)

সহীহ মুসলিমের একটি হাদীসের মাধ্যমে আজকের দারসের ইতি টানবো ইনশাআল্লাহ

আবু হুরায়রা (রা) হতে বর্ণিত রাসূল (সা) বলেছেন- আল্লাহর পথে শহীদ হয়েছেন এমন এক ব্যক্তি দিয়ে কিয়ামতের বিচারকার্য আরম্ভ হবে। তাকে ডেকে প্রদত্ত নিয়ামতের কথা স্মরণ করিয়ে দেয়া হবে। অতঃপর জিজ্ঞাসা করা হবে নিয়ামতের সাথে কিরূপ ব্যবহার করেছ? তখন সে বলবে আল্লাহর পথে জিহাদ করে শহীদ হয়েছি। তখন আল্লাহ বলবেন মিথ্যা বলেছ। বরং তুমি বীরযোদ্ধা হওয়ার জন্য যুদ্ধ করেছ। অতঃপর মানুষ তোমাকে বীর বিক্রম বলেছে। সুতরাং তুমি যা চেয়েছ দুনিয়াতে পেয়েছো। অতঃপর তাকে উল্টো দিকে জাহান্নামের নিক্ষেপ করা হবে। অতঃপর একজন আলেমকে বিচারের জন্যে এনে একই প্রশ্ন ও উত্তর করা হবে। অতঃপর আল্লাহ বলবেন মিথ্যা বলেছো। তুমি বড় আলেম হওয়ার জন্য লেখাপড়া ও ওয়াজ নসিহত করেছ। মানুষ তোমাকে বড় আলেম বলেছে। অতঃপর জাহান্নামে নিক্ষেপ করা হবে। অতঃপর একজন ধনাঢ্য ব্যক্তিকে ধরা হবে। অতঃপর একজন ধনাঢ্য ব্যক্তিকে বিচারের কাঠগড়ায় এনে প্রশ্ন ও উত্তর তলব করা হবে। তখন আল্লাহ বলবেন মিথ্যা বলেছ- তুমি দানবীর হবার জন্যে দান করেছ। অতঃপর মানুষ তোমাকে দানবীর বলেছে। এর প্রেক্ষিতে তাকে জাহান্নামে নিক্ষেপ করা হবে। (সহীহ মুসলিম-১৯০৫)

শিক্ষা

আল্লাহর পথের আদর্শ আহবায়ক তিনি, যিনি নিম্নোল্লিখিত গুণাবলি দ্বারা গুণান্বিত।

১. আল্লাহর সাথে সুদৃঢ় সম্পর্ক।

২. আল্লাহর স্মরণ ও একান্তভাবে তারই দিকে মনোনিবেশ।

৩. আল্লাহকেই একমাত্র অভিভাবক হিসেবে গ্রহণ।

৪. বিরোধী শক্তির অপপ্রচারে ধৈর্য্য ধরে তাদেরকে সৌজন্য সহকারে পরিহার।

৫. বিরোধী শক্তির সাথে শত্রুতা বাড়িয়ে তাদেরকে আল্লাহর কাছে সোপর্দ করা।

৬. দলীলের ভিত্তিতে দাওয়াত দেয়া।

৭. আল্লাহর পথের আহবায়কের হৃদয় হবে বিনয়ী এবং ভাষা হবে নম্র।

৮. যুগোপযোগী টেকনোলজির ব্যবহার।

৯. আমল দিয়ে দাওয়াত দেয়া।

১০. ইখলাস বা একনিষ্ঠতার সাথে দাওয়াত প্রদান করা।

লেখক: গবেষক ও ইসলামী চিন্তাবিদ